খুব বৃষ্টি হবে

শক্ত করেই ধরেছিলাম হাতকতটা শক্ত তা এখন বলা যায় না আর
সবুজ ডোরার গায়ে নীলসাদা সীমানার সবটুকু পার হয়ে
যখন একটা গোটা সতরঞ্চিজুড়ে গান সারাদিন সারারাত
মুখ দেখার আছিলায়মুখোমুখি বসার দীর্ঘ আযোজন
সন্ধ্যারাশের টেবিলে তখনওকিছু অবশিষ্ট ধামসানো কাঁটা ও চামচ

স্বপ্ন দেখতেদেখতেই একদিন কেউ হয়তো চলে যায় স্বপ্নের সাগর সঙ্গমে
ওপচানো সুখ আরওপচানো কান্না নিয়ে তখন সারা আকাশ জুড়ে নক্ষত্রের মেলা
সেরার সিন্নি খাবারসন্ধ্যায় যখন সমস্তচাতালে কত রাশি রাশি দোনা
হাতে হাতে বিলি হলোসবুজের চাষ
একটা গভীর গাছের কথাভাবতে ভাবতে আমি তখন চলেছিলাম
নির্জন বনবাংলা পেরিয়েআমার নিজস্ব গাছের আস্তানায়
গভীর একটা গাছ তারসহবাসী আরও কিছু গাছ
গাছের আকাশ জুড়ে দীঘলবাতাস

কেউ বলেনি আমায় সন্ধেহলেই ঘরে ফিরে এসো ঘরে থাকা বেশি নিরাপদ
জন্মলগ্ন থেকে যেজন্মদাগ দেখে দেখে অভ্যস্তআমি
সেই জন্মদাগই বলেদেয় আমার যাবতীয় জন্মবৃত্তান্ত ও উজ্জ্বল জননীরও কথা
ব্যস্তআবেদনে তখনকেউ শাঁখারিপাড়ায় তো কেউ ফণিমনসার বনে
যেন কতকাল দেখা হয়নি শরীরের সামান্য ক্ষতি আরআয়নায় রূপসীর মুখ

পায়ের তলায় এভাবেইগড়ায় পাহাড় সুন্দরবনের বাঘ চুপিচুপি এসে বসে নদীটির ধারে
ছাদের একটু সুনাম আছেতারা ভাবে হয়তো এভাবেই একদিন
সুন্দরীগাছের সব ডালপালাঢুকে যাবে শহরের বৈঠকখানায়
বেড়ে ওঠা হাতের ছায়ায়শুশ্রূষা পাবে কত উচচাকাঙ্ক্ষা আরও
বৃষ্টি হবে খুববৃষ্টি হবে বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে ষষ্ঠীর চাঁদ

কাজল সেন